গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

নং- পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫ তারিখ ঃ ০৬/০১/১৪০৬বাং / ১৯/০৪/১৯৯৯ ইং ।

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট (Convinced) হইয়াছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে নিম্নলিখিত এলাকাসমূহের প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হইবার আশংকা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ৫নং ধারার উপধারা (১) এবং ৪ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হইল ঃ-

প্রস্তাবিত জলাভূমির নাম	মৌজা	ইউনিয়ন/ পৌরসভা	উপজেলা	জেলা	মোট এলাকা (হেক্টর)
সুন্দরবন	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা	৭৬২০৩৪
কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	কক্সবাজার (রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক রেকর্ডকৃত সমুদ্র সৈকত/বালুচর/ খাড়ী/বন/ জলাভূমি	কক্সবাজার	কক্সবাজার	কক্সবাজার	১০,৪৬৫
	জিলনজা (ঐ)	জিলনজা	কক্সবাজার		
	খুরুশকুল (ঐ)	খুরুশকুল	কক্সবাজার		
	জংগল খুনিয়া পালং	খুনিয়া পালং	রামু		
	জংগল ধোয়া পালং	খুনিয়া পালং	রামু		
	পেঁচার দ্বীপ ও	খুনিয়া পালং	রামু		
	জংগল গোরাসিয়া পালং	খুনিয়া পালং	রামু		
	জালিরা পালং	উখিয়া	উখিয়া		
	ইনানি	জালিরা পালং	উখিয়া		
	শিলখালি	বাহারছড়া	টেকনাফ		
	বরডেইল	বাহারছড়া	টেকনাফ		
	টেকনাফ (বাজার ও সীমান্ত ফাড়ী বাদে)	টেকনাফ	টেকনাফ		

প্রস্তাবিত জলাভূমির নাম	মৌজা	ইউনিয়ন/ পৌরসভা	উপজেলা	জেলা	মোট এলাকা (হেক্টর)
	সাবরাং শাহপরীর দ্বীপ (সীমান্ত ফাড়ী বাদে)	সাবরাং সাবরাং	টেকনাফ টেকনাফ		
সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	নারিকেল জিনজিরা	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	টেকনাফ	কক্সবাজার	৫৯০
সোনাদিয়া দ্বীপ	সোনাদিয়া ঘটি ভাঙ্গা (অংশ)	কুতুব জুম	মহেশখালী	কক্সবাজার	৪,৯১৬
হাকালুকি হাওড়	উল্লিখিত ইউনিয়নের সকল মৌজা অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	সুজানগর, বার্নি, তালিমপুর, পশ্চিমজুড়ি, জাফরনগর, বড়মচল, বকসিমালি, ভাটেরা, গিলাছড়া, উত্তর বাদে পাশা, শরিফগঞ্জ	বড়লেখা বড়লেখা কুলাউড়া কুলাউড়া কুলাউড়া ফেনচুগঞ্জ গোলাবগঞ্জ গোলাবগঞ্জ	মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার সিলেট সিলেট সিলেট	১৮৩৮৩
টাংগুয়ার হাওড়	উল্লেখিত ইউনিয়নের সকল মৌজা অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	উত্তর শ্রীপুর, দক্ষিণ শ্রীপুর, উত্তর বংশিকুন্ড, দক্ষিন বংশিকুন্ড	তাহেরপুর, ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ	৯৭২৭
মারজাত বাওড়	সম্পূর্ণ অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক রেকর্ড মোতাবেক বিল	কালিগঞ্জ	ঝিনাইদহ	২০০

উপরোক্ত এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হইল যাহা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশনার দিন হইতে কার্যকর হইবে ঃ–

- প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ।
- সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা।
- ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করিতে পারে এমন সকল কাজ।

- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মার্গুব মোরশেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

কার্যার্থে বিতরণ ঃ

১। সকল মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগীয় কমিশনার (চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট)।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। জেলা প্রশাসকগণ (কক্সবাজার, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ)।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল বন বিভাগ)।
৮। গার্ড ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/ তারিখ ঃ ২০/০১/১৪০৬ বাং / ০৩/০৫/১৯৯৯ ইং

প্রজ্ঞাপন

পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৪-৯৯ ইং তারিখের পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের আংশিক সংশোধনক্রমে বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা এবং কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ এর সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকাসমূহে, বর্ণিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত বিধি নিষেধের আওতা বহির্ভূত করা হলো। উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অন্যান্য এলাকাসমূহে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের বিধি নিষেধ যথারীতি বহাল থাকবে।

২। রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় এবং বন ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন, বিধি ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকায় উল্লেখিত রিজার্ভ ফরেস্ট এর আওতাধীন এলাকায় যাবতীয় কার্যাবলী বন আইন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন এবং সরকার অনুমোদিত কার্যকরী পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

কার্যার্থে বিতরণ ঃ

১। সকল মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগীয় কমিশনার (চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট)।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। জেলা প্রকাশকগণ, (কক্সবাজার, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ)।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল বন বিভাগ)।
৮। গার্ড ফাইল।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৬৩ তারিখ ঃ ১৫-০৫-১৪০৬বাং / ৩০-০৮-১৯৯৯ ইং।

প্রজ্ঞাপন

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট (Convinced) হইয়াছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে নিম্নলিখিত এলাকাসমুহের প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হইবার আশংকা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) ৫ নং ধারার উপ-ধারা (১) এবং ৪নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত এলাকাসমুহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হইল ঃ-

প্রস্তাবিত এলাকার নাম	মৌজা	ইউনিয়ন/ পৌরসভা	উপজেলা	জেলা	মোট এলাকা
সুন্দরবন	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।

উপরোক্ত এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হইল যাহা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশনার দিন হইতে কার্যকর হইবে ঃ

- প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ।
- সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা।
- সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করিতে পারে এমন সকল কাজ।
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দুষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ
সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৭/৮৭/২০০১/৮৩৯ তারিখ ঃ ২৬-১১-২০০১ ইং

প্রজ্ঞাপন

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়েছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেক-এর প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে বা ভবিষ্যতে আরও অবনতি হবার আশংকা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১২ নং আইন) এর ৫ নং ধারায় উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর ৩নং বিধি অনুসরণে ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেককে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হলো।

ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেক-এ নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হলো যা বাংলাদেশ সরকারের গেজেট প্রকাশনার দিন হতে কার্যকর হবে ঃ-

- সকল প্রকার শিকার।
- কচ্ছপ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ।
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দুষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।
- লেকের চারপাশের বাসাবাড়ী, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন।
- লেকের চারপাশের বাসাবাড়ী, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপণ।
- লেকের কিনারায় বা লেকের পানিতে কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিসমষ্টির গোসল করা, কাপড় কাঁচা, মলমূত্র ও অন্যান্য বর্জ্য ত্যাগ।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এ এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহফুজুল ইসলাম
সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।